পিকেএসএফ পরিক্রমা

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিঃ ◤ কার্তিক-পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ ৮৮০-২-৮১৮১৬৬৪-৬৯
৮৮০-২-৮১৮১৬৭৮ pksf@pksf.org.bd www.pksf.org.bd facebook.com/pksf.org

প্রথমবারের মতো উদ্‌যাপিত হলো পিকেএসএফ দিবস

'সাম্যের সাথে উন্নয়নের পথে' প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে ১৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে উদ্‌যাপিত হলো 'পিকেএসএফ দিবস ২০২২'। ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও এবারই প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করলো পিকেএসএফ।

দিবসটি উপলক্ষ্যে রাজধানীর খামারবাড়ি সড়কে অবস্থিত কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং স্বাগত বক্তব্য দেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিওবার্তার মাধ্যমে সংযুক্ত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন শরিফা খান, সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

এই আয়োজনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিলো বিগত তিন দশকে পিকেএসএফ-এর পর্ষদ প্রধান ও নির্বাহী প্রধানের দায়িত্ব পালনকারী অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গের একই মঞ্চে একসাথে উপস্থিতি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর প্রথম চেয়ারম্যান এম সাইদুজ্জামান, চতুর্থ চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিচালক বদিউর রহমান, নবম ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ আবদুল করিম এবং দশম ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ। এছাড়া, পিকেএসএফ পর্ষদের বর্তমান ও সাবেক সদস্য, সহযোগী সংস্থাসমূহের শীর্ষ নির্বাহী, গণমাধ্যমকর্মীসহ নানা শ্রেণি-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

স্বাগত বক্তব্যে ড. হালদার বলেন, কর্মসৃজনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের ব্রত নিয়ে ১৯৯০ সালে মাত্র ৪০ কোটি টাকা নিয়ে যাত্রা শুরু করা পিকেএসএফ আজ প্রায় ৯,০০০ কোটি টাকার তহবিল সৃষ্টি করেছে; দুই শতাধিক সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সেবা পৌঁছে দিচ্ছে ১.৬ কোটিরও বেশি পরিবারের কাছে। ভবিষ্যতে এ অগ্রযাত্রা আরো বেগবান করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

পিকেএসএফ-এ কার্যকালকে নিজের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে অভিহিত করে মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ বলেন, করোনাকালে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তারা যে নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করেন, তা প্রশংসনীয়।

ড. মোঃ আবদুল করিম বলেন, পিকেএসএফ-এর কর্মদক্ষতার কারণে অর্জিত সুনাম বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে ভূমিকা রেখেছে। এ কারণেই আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীরা পিকেএসএফ-এর সাথে কাজ করতে সবসময় আগ্রহ প্রকাশ করে।

পিকেএসএফ-এর কর্মপন্থা ও কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনার তাগিদ দিয়ে বদিউর রহমান বলেন, তিন দশক পূর্বের বাস্তবতা আর বর্তমান

পরিস্থিতি এক নয়। পিকেএসএফ-এর উচিত বাংলাদেশের ৯১ হাজার গ্রামের জন্য এলাকা-সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

ড. ফরাসউদ্দিন তার বক্তব্যে বলেন, সরকারকে অনুরোধ করে কুটির, ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র উদ্যোগ বিকাশে পিকেএসএফ-এর কাজ করা উচিত। তাহলে, এসব উদ্যোগ জাতীয় অর্থনীতিতে আরও বড় পরিসরে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বত্রিশ বছর ধরে পিকেএসএফ-এর বিকাশ ও বিস্তৃতি প্রত্যক্ষ করতে পারায় নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন বলে জানান প্রথম চেয়ারম্যান এম সাইদুজ্জামান।

বিশেষ অতিথি শরিফা খান বলেন, মানুষের জীবন-জীবিকার সকল ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম রয়েছে। দেশে নীরবে ঘটে যাওয়া কৃষি বিপ্লবেও অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে এ প্রতিষ্ঠান।

প্রধান অতিথি ড. গওহর রিজভী তার ভিডিওবার্তায় বলেন, সারাবিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। টেকসই উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তর করতে হলে সবাইকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও নীতি এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ছড়িয়ে দিতে হবে।

সমাপনী বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, টেকসই উন্নয়ন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অংশ। 'কেউ রবে না পিছিয়ে' - এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে দেশে টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং এর মাধ্যমে সকল মানুষের মানব মর্যাদা নিশ্চিতে নিরলস কাজ করছে পিকেএসএফ।

পিকেএসএফ দিবস ২০২২-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম বিষয়ক একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া, দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন এবং পিকেএসএফ-এর নতুন ওয়েবসাইট উদ্বোধন করা হয় এ অনুষ্ঠানে।

পিকেএসএফ দিবস ২০২২ উদ্‌যাপনের দ্বিতীয়ভাগে পিকেএসএফ অডিটোরিয়ামে সহযোগী সংস্থার আমন্ত্রিত নির্বাহী প্রধানদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর, সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর আগে, ১২ নভেম্বর ২০২২ তারিখে জাতীয় প্রেস ক্লাবে পিকেএসএফ দিবস উপলক্ষ্যে একটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

অতিদারিদ্র্য দূরীকরণে পিকেএসএফ-কে ২৩ মিলিয়ন ইউরো দিচ্ছে ইইউ

প্রায় ২.১৫ লক্ষ অতিদরিদ্র পরিবারের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতের লক্ষ্যে 'পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল-ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (PPEPP-EU)' শীর্ষক প্রকল্পের অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) ও পিকেএসএফ। বিগত ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি এবং EU Delegation to Bangladesh-এর Head of Cooperation Mr Maurizio Cian স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এর আওতায় ইইউ পিকেএসএফ-কে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ২২.৮১ মিলিয়ন ইউরো অনুদান প্রদান করবে। দেশের অতিদারিদ্র্য-প্রবণ ১২টি জেলার ১৪৫টি ইউনিয়নে বসবাসরত ৮ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষকে সহায়তা দেবে এ প্রকল্প।

অতিদরিদ্র মানুষের জীবিকা পুনরুদ্ধারে ৬.৮১ কোটি টাকা অনুদান দিচ্ছে পিকেএসএফ

খুলনায় পানি শোধন প্ল্যান্টের উদ্বোধন

অতিদরিদ্র মানুষের জীবিকা পুনরুদ্ধারে জরুরি নগদ সহায়তা বাবদ ৬ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করছে পিকেএসএফ। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার বাণীশান্তা ইউনিয়নে সহযোগী সংস্থা আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার সফরকালে (মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (বিকাশ, রকেট, নগদ)-এর মাধ্যমে) পিপিইপিপি প্রকল্পের আওতায় দ্বিতীয় ধাপে 'জরুরি নগদ সহায়তা কার্যক্রম-২' কার্যক্রমের উদ্বোধনকালে একথা জানান।

কোভিডকালীন আর্থিক ধকল, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাসহ কর্ম এলাকায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি এবং দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতির পরিপ্রেক্ষিতে ১১,৩৫০টি অতিদরিদ্র ও অতিনাজুক খানায় আয়-বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড জোরদারকরণের মাধ্যমে জীবিকায়ন পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ৬,০০০ টাকা করে এককালীন অনুদান প্রদান করা হবে।

উপকূলীয় অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার বানিশান্তা ইউনিয়নে লবণাক্ত পানি শোধন (রিভার্স অসমোসিস পদ্ধতিতে) প্ল্যান্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। ২৩ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে প্ল্যান্টটির উদ্বোধন করেন সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য এডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার। এসময় উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনায় এবং যুক্তরাজ্যের এফসিডিওর অর্থায়নে পিপিইপিপি প্রকল্প এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের সহযোগিতায় প্ল্যান্টটি বাস্তবায়ন করে আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার। এর আগে, ৮ অক্টোবর খুলনার মোংলা পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বটতলা পুকুর পাড়ে লবণাক্ত পানি শোধন প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। একই দিনে, পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কামারডাঙ্গা এলাকায় আরও একটি প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি।

SEP প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ক সভায় আসলেন বিশ্বব্যাংকের রিজিওনাল ডিরেক্টর

বিগত ২ নভেম্বর ২০২২ তারিখে বিশ্বব্যাংকের রিজিওনাল ডিরেক্টর John Roome ও পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত এক সভায় সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)-এর অগ্রগতি এবং প্রস্তাবিত Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART) প্রকল্পের প্রস্তুতির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত এই সভায় পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদেরসহ বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সভায় এসইপি-এর প্রকল্প সমন্বয়কারী জহির উদ্দিন আহম্মদ দু'টি পৃথক উপস্থাপনা প্রদান করেন।

SMART প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক মিশন: প্রস্তাবিত Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART) প্রকল্পের দ্বিতীয় Preparation Mission সম্পন্ন হয়েছে। মিশনটি বিগত ২৮ নভেম্বর শুরু হয়ে ৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়। সেখানে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ল্যাপটপ, ট্যাব বিতরণ: এসইপি প্রকল্পের Result-Based Monitoring System বাস্তবায়নের জন্য উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী

সহযোগী সংস্থাসমূহে ল্যাপটপ ও ট্যাব প্রদান করা হয়েছে। ১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থাসমূহের আমন্ত্রিত নির্বাহী পরিচালকবৃন্দের হাতে এসব সামগ্রী তুলে দেন।

দুই দিনব্যাপী 'নিরাপদ স্ট্রিটফুড উৎসব': বিশ্ব খাদ্য দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে এসইপি-এর আওতায় রাজধানী শহরে আয়োজন করা হয় দুই দিনব্যাপী 'নিরাপদ স্ট্রিটফুড উৎসব'। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র-এর আয়োজনে ঢাকার মোহাম্মদপুরে সূচনা কমিউনিটি সেন্টারে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরি ঢাকার জনপ্রিয় ও মজাদার সব স্ট্রিটফুড নিয়ে গত ১৫ ও ১৬ অক্টোবর ২০২২ তারিখে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 'নিরাপদ স্ট্রিটফুড উৎসব' উদ্বোধন করেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের।

এসইপি উদ্যোক্তাদের তৈরি নিরাপদ পণ্য মেলা: এসইপি-এর মৃৎশিল্প উপ-প্রকল্পের আওতায় সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় গত ৫ অক্টোবর ২০২২ তারিখে আয়োজন করা হয় দিনব্যাপী মৃৎশিল্প মেলা। এসইপি বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থা 'উন্নয়ন প্রচেষ্টা' তালা উপজেলার মাঝিয়ারা গ্রামে এই মেলা আয়োজন করে।

বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময়

২৫ ডিসেম্বর ২০২২ ছিলো খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বড়দিন। এ উপলক্ষ্যে, ২১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি-কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক একিউএম গোলাম মাওলা, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক মুহম্মদ হাসান খালেদ এবং উপ-মহাব্যবস্থাপক সেলিনা শরীফ।

বাণিজ্যিকভাবে ঘাসের 'সাইলেজ' উৎপাদনে সাফল্য

সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার বেতুয়া গ্রামের ২৫ বছরের যুবক মোঃ রুবেল হোসেন। পড়াশোনার পাশাপাশি মা-বাবা ও ছোট তিন ভাইবোনের দায়িত্ব পালন করতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। উচ্চ মাধ্যমিকের পর আর পড়াশোনা করতে পারেননি। রুবেল ফেসবুক, ইউটিউব দেখে কৃষিকাজে নেমে পড়েন। নতুন নতুন কৃষিকাজ করতে গিয়ে তিনি ব্যবসায়িকভাবে লোকসানে পড়েন।

ইফাদ ও পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে স্থানীয় সংস্থা ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি) কর্তৃক বাস্তবায়িত আরএমটিপি প্রকল্পে রুবেল উন্নত ঘাস চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ নেন। তিনি প্রশিক্ষণে আধুনিক পদ্ধতিতে ঘাস চাষ, ঘাসের সাইলেজ [সবুজ ঘাস প্রক্রিয়াজাত (অক্সিজেনশূন্য) করে গাভির জন্য তৈরি অধিক পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিশেষ ধরনের খাবার] তৈরি ও এর বাজারজাতকরণ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন।

রুবেল বলেন, "প্রশিক্ষণের পর আমি দুই একর জমিতে পাঁচ ধরনের ঘাস চাষ করি। এছাড়াও, প্রকল্প থেকে আমাকে ঘাস চাষ ও সাইলেজ তৈরির জন্য ১৫,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এ অনুদান দিয়েই আমি সাইলেজ তৈরির জন্য ঘাস কাটার মেশিন ও ভ্যাকুয়াম মেশিন ক্রয় করি।"

রুবেল পরবর্তীকালে ইউনিয়ন পরিষদ হতে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে "আর পি এগ্রো ফিড" নামক একটি প্রতিষ্ঠান চালু করেন। তিনি ফেসবুকে একই নামে একটি পেজ খুলে বিভিন্ন ধরনের পোস্টের মাধ্যমে সাইলেজ সম্পর্কে প্রচারণা চালান। এর ফলে, দূরদূরান্তের ক্রেতা ও বাণিজ্যিক খামারিরা তার সাইলেজ সম্পর্কে জানতে পারেন।

বর্তমানে তিনি মাসে পাঁচ টনেরও বেশি সাইলেজ উৎপাদন ও বিক্রয় করছেন। এতে তার মাসিক আয় হয় প্রায় ৩৫,০০০ টাকা। তার তৈরিকৃত সাইলেজ পাবনা, বরিশাল ও ঢাকার খামারিরা ক্রয় করছেন।

বর্তমানে রুবেল এলাকার ঘাসচাষীদের ঘাস উৎপাদনে প্রশিক্ষণ দেবার পাশাপাশি স্থানীয় কৃষকদের পতিত জমিতে ঘাস উৎপাদনে উৎসাহিত করছেন। এছাড়া, তিনি এলাকার কৃষকদের নেতা হিসেবে অন্যান্য কৃষকদের সহায়তা করছেন।

ঘূর্ণিঝড় 'সিত্রাং'-এ ক্ষতিগ্রস্তদের IRMP প্রকল্প থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান

'The Project for Developing Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction (IRMP)' শীর্ষক প্রকল্পের Joint Coordination Committee (JCC)-এর ২য় সভা ০৭ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় JICA প্রধান কার্যালয় হতে Dr Suzuka Sato-Sugawara, Sr Advisor, Governance & Peace Building Department; Reiko Wakatsuki, Officer, Gender Equality and Poverty Reduction; JICA ঢাকা অফিস হতে Takeshi Komori, Senior Representative ও Hidekazu Tanemura, Advisor, Project Formulation & Private Partnership এবং প্রকল্পের Expert Team-সহ পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

Japan International Cooperation Agency (JICA)-এর কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পটি পিকেএসএফ-এর ৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড় 'সিত্রাং'-এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ভোলা জেলার চর কুকড়িমুকড়ি-তে ১,৫৭৭ জন এবং পটুয়াখালী জেলার রাঙাবালীতে ২,২৫৬ জন সদস্যকে জনপ্রতি ৫০০ টাকা হারে ১৯ লক্ষ ১৬ হাজার ৫০০ টাকা ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী জরুরি নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ বিকাশে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিচ্ছে এডিবি

ক্ষুদ্র উদ্যোগের উৎপাদনশীলতা এবং কলেবর বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতের লক্ষ্যে 'মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ফাইন্যান্সিং এন্ড ক্রেডিট এনহ্যান্সমেন্ট (এমএফসিই)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ-কে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ এবং ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। ০৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি'র মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি ঋণ চুক্তি এবং পিকেএসএফ ও এডিবি'র মধ্যে একটি প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ঋণ চুক্তিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব শরিফা খান এবং প্রকল্প চুক্তিতে পিকেএসএফ-এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি স্বাক্ষর করেন। এডিবি'র পক্ষে উভয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর এডিমন গিন্টিং।

পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্পটির আওতায় দেশজুড়ে প্রায় এক লক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিভিন্ন আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা পাবেন। এছাড়া, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলোর তহবিল স্বল্পতা দূর করার লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে তাদের অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্যে পরীক্ষামূলকভাবে একটি ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রকল্পের ঋণ সহায়তার ৪০ শতাংশ তুলনামূলক দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকায় এবং ১০ শতাংশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বিতরণ করা হবে। প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৮০ শতাংশই হবেন নারী।

পাশাপাশি, পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন, নারী উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন, ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহে পরিবেশগত সুরক্ষা এবং দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রমও বাস্তবায়ন করা হবে।

১.৭৫ লক্ষ তরুণ ও ছোট উদ্যোক্তাকে অর্থায়ন করছে RAISE প্রকল্প

পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) নামক প্রকল্পটি ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ হতে নির্বাচিত ৭০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের আওতায় সারা দেশের শহর ও উপ-শহরাঞ্চলের ১.৭৫ লক্ষ তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার মানব সক্ষমতা বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত কোভিড-১৯-এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ছোট উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ৩৪২ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। এর বিপরীতে সহযোগী সংস্থাগুলো নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ১৫,৮৪৩ জন ছোট উদ্যোক্তার মাঝে ১৮৪.৩২ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। এছাড়া, ৬৯টি সহযোগী সংস্থার সাথে মোট ৬০.৬৩ কোটি টাকার অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

বিগত ১৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখে বিশ্বব্যাংক-এর সাথে পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্প বিষয়ক অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ সভায় প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সভায় পিকেএসএফ-এর পক্ষ হতে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট-এর কর্মকর্তাবৃন্দ। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে সৈয়দ আমের আহমেদ, সিনিয়র ইকোনমিস্ট ও RAISE প্রকল্পের টাস্ক টিম লিডার; আনিকা রহমান, সিনিয়র সোশ্যাল প্রোটেকশন ইকোনমিস্ট ও RAISE প্রকল্পের কো-টাস্ক টিম লিডারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করেন।

কোভিড-১৯-এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট হতে সহযোগী সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় সুবিধাজনক ৭টি ভেন্যুতে সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে।

৪ লক্ষাধিক উদ্যোক্তাকে কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা দিচ্ছে RMTP প্রকল্প

ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারণের পাশাপাশি নির্বাচিত উচ্চ মূল্যমানের কৃষি পণ্যের ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, উদ্যোক্তা এবং অন্যান্য মার্কেট এক্টরদের আয়, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নে RMTP প্রকল্প কাজ করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে তুলনামূলক উৎপাদন সুবিধা, বাজার চাহিদা ও প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনা রয়েছে এমন কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণে ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও, প্রকল্পের আওতায় Internet of Things (IoT), Crowdfunding Platform ও অন্যান্য ডিজিটাল সুবিধা সংক্রান্ত নতুন নতুন প্রযুক্তি/পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করার পরিকল্পনা রয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতায় কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ৬০টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ তিনটি খাতের বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ৪,৬৩,৬৮৮ জন উদ্যোক্তা ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আর্থিক, কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন।

ইতোমধ্যে, ইফাদ-এর তৃতীয় সুপারভিশন মিশন RMTP-এর কার্যক্রম মূল্যায়ন করে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেছে। গবাদিপ্রাণির সুশৃঙ্খল ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন, উচ্চমানের ঘাস চাষ, সাইলেজ প্রস্তুতপূর্বক প্রক্রিয়াজাত ঘাস বাজারজাতকরণ, উৎপাদিত পণ্যের সনদায়ন, প্রাণী হোটেল স্থাপন, গবাদিপ্রাণী পরিবহণে দ্বিতল যানের প্রচলন, নিরাপদ পদ্ধতিতে সবজি চাষ, cold-pressed সরিষার তেল উৎপাদন, BSTI ও হালাল সনদ সংবলিত দেশি মুরগির মাংস বিপণন কার্যক্রম পরিদর্শন করে ইফাদ মিশন এসবের প্রশংসা করেছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোগে শোভন কর্মপরিবেশ উন্নয়নে কাজ করছে PACE প্রকল্প

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ইফাদ অর্থায়িত PACE প্রকল্পটি বর্ধিত মেয়াদে (২০২১-২০২৩) বাস্তবায়িত হচ্ছে। ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়ন, উপখাতভিত্তিক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন ছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্যসম্মত গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন, ক্ষুদ্র উদ্যোগে শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে ই-কমার্স সেবা সম্প্রসারণে কাজ করা হচ্ছে। বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কৃষি ও অকৃষি উপখাতে ৪২টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ উপ-প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে অতিরিক্ত ২,২১,৩৮৪ জন উদ্যোক্তা এবং উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন।

PACE প্রকল্পের আওতায় 'প্রারম্ভিক তহবিল ঋণ' এবং 'ইজারা অর্থায়ন' নীতিমালা বিষয়ক কর্মশালা বিগত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ঠাকুরগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এবং গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)-এর ৩৩ জন কর্মকর্তা এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এ পর্যন্ত, পিকেএসএফ-এর ২১টি সহযোগী সংস্থার মোট ২০৩ জন (পুরুষ ১৯০ জন, নারী ১৩ জন) কর্মকর্তা এ আর্থিক পণ্য দু'টির বাস্তবায়ন কৌশল, নীতিমালা এবং ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বিষয়ে ধারণা লাভ করেছেন।

PACE প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগে শোভন কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩ অক্টোবর ২০২২-এ নির্বাচিত সহযোগী সংস্থার অংশগ্রহণে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন মোঃ ফজলুল কাদের, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ। ক্ষুদ্র উদ্যোগে শোভন কর্মপরিবেশ উন্নয়নে ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ উপ-প্রকল্পসমূহের আওতায় (ক) কর্মস্থলে নিরাপদ পরিবেশ উন্নয়ন (বিপজ্জনক উপাদান, যেমন: বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যকর বসার পদ্ধতি, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস, সুরক্ষা উপকরণ ইত্যাদি), (খ) পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, এবং (গ) স্বাস্থ্য সুরক্ষা সেবা - এ ৩টি উপখাতে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

গবেষণা: পর্যাপ্ত সুবিধা পেলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তুলনামূলকভাবে বেশি আয় করতে পারে

সম্প্রতি পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাথাপিছু আয় তার পরিবারের সদস্যদের গড় মাথাপিছু আয়ের চেয়ে বেশি হতে পারে। 'পিকেএসএফ-এর LIFT কর্মসূচির আওতাধীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবিকায়ন কার্যক্রমের কার্যকারিতা এবং টেকসহিতা যাচাই' শীর্ষক গবেষণাটিতে এ তথ্য উঠে আসে।

LIFT কর্মসূচির আওতায় একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের জন্য ইয়াং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (YPSA)-সহ দুটি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এ ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য, প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ এবং নমনীয় ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে আর্থিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা, যাতে প্রতিবন্ধীদের নিয়মিত আয়ের উৎস সৃষ্টি হয় এবং তারা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে।

এ কার্যক্রমের আওতায় সহযোগী সংস্থাটি পিকেএসএফ থেকে নমনীয় ঋণ প্রদানের জন্য তহবিল এবং প্রতিবন্ধী-লক্ষিত পরিষেবা, যেমন তাদের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক সামগ্রী, ফিজিওথেরাপিসহ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য অনুদান পেয়ে থাকে।

গবেষণাটিতে বিশেষভাবে প্রতিবন্ধীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন পদ্ধতি, প্রদত্ত পরিষেবা, পরিষেবাগুলোর উৎস এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়। গবেষণায় দেখা যায়, কার্যক্রমটি প্রতিবন্ধীদেরকে বিভিন্ন পেশায় সম্পৃক্তকরণে জোরালো ভূমিকা রেখেছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তদের প্রায় ১৮ শতাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসায়; ফসল চাষ এবং বাঁশ ও বেতের কাজে উভয়ক্ষেত্রে গড়ে ১৬ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিবার জড়িত। প্রায় ৭৬ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজস্ব আয় রয়েছে এবং তারা পরিবারের মোট আয়ে ৭২.৫০ শতাংশ অবদান রাখেন।

২০২২-এর মাঝামাঝি সময়ে পিকেএসএফ-এর গবেষণা ও উন্নয়ন শাখা কার্যক্রমটির কার্যকারিতা এবং টেকসহিতা যাচাইয়ে একটি ছোট গবেষণা পরিচালনা করে। ড. তাপস কুমার বিশ্বাস, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক; শাহ্ মুহাম্মদ ইখতিয়ার জাহান কবির, সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং কামরুন্নাহার, ব্যবস্থাপক গবেষণা দলের সদস্য ছিলেন।

প্রায় দু' বছর ধরে কোভিড-১৯ মহামারি সত্ত্বেও প্রায় ৩.৬ বছর সময়কালে কার্যক্রমটির আওতায় প্রতিবন্ধী পরিবারে গৃহীত ঋণের আকার প্রায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ৩১ শতাংশ ঋণ প্রতিবন্ধী সদস্য এককভাবে ব্যবহার করেন, প্রায় ৪৬ শতাংশ ঋণ পরিবারের অন্যান্য সদস্য ব্যবহার করেন এবং প্রায় ২৩ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং পরিবারের অন্য সদস্য মিলে ব্যবহার করেন।

BD Rural Wash প্রকল্প: ১৪ হাজার নিরাপদ ব্যবস্থাপনা টয়লেট নির্মাণ

মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্পের কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে প্রকল্প কর্মএলাকার ৭৮টি উপজেলার প্রত্যেকটিতে একটি করে উপজেলা সমন্বয় কমিটি (UCC) গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির মূল উদ্দেশ্য উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যে সুসমন্বয় নিশ্চিত করা। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ ত্রৈমাসিকে প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি উপজেলায় সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ এবং মোঃ আবদুল মতীন, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও প্রকল্প সমন্বয়কারী, BD Rural WASH for HCD প্রকল্প, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সহযোগী সংস্থা ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত বাঁশখালী উপজেলায় উপজেলা সমন্বয় কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং ত্রৈমাসিক পারফরম্যান্স মূল্যায়নের ভিত্তিতে ৩টি সহযোগী সংস্থাকে পুরস্কার প্রদান করেন। এছাড়া, ইয়ং পাওয়ার ইন স্যোশাল এ্যাকশান (ইপসা) এবং ঘাসফুল-এর কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের পাশাপাশি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রকল্পভুক্ত ২০টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও জাতীয় পর্যায়ের সহযোগী সংস্থার আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভায় তারা অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় বিগত অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত ৩,৪৯২টি নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং ১৪,৩৮৮টি নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় দুই গর্ত বিশিষ্ট টয়লেট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলন (COP-27)-এ পিকেএসএফ

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) কর্তৃক ০৬ থেকে ১৮ নভেম্বর ২০২২ তারিখে মিশরের শারম-আল-শেখ-এ আয়োজিত 'Conference of the Parties-27 (COP-27)' শীর্ষক আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সিনিয়র সচিব, সচিব এবং বিভিন্ন সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এ আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলনে কারিগরি বিশেষজ্ঞ (Technical Expert) হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অন্যান্যদের মধ্যে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন) ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ অংশগ্রহণ করেন। তিনি এ সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষে জলবায়ু অর্থায়ন এবং এ সম্পর্কিত প্রত্যাশা বিষয়ক বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট তার নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ২৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখে "মহিষ পালনের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গাইডলাইন" বিষয়ক পরামর্শ সভার আয়োজন করে। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে বিষয়ভিত্তিক ১৪টি পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরামর্শ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিগণ এবং মহিষ পালনের সাথে জড়িত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ।

বন্যাসহনশীল ফসল চাষে অধিক ফলন পাচ্ছে উত্তরাঞ্চলের কৃষকরা

বন্যা এবং নদী ভাঙন লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, জামালপুর ও গাইবান্ধা জেলার মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রায় প্রতি বছরই বন্যায় আক্রান্ত হয় তিস্তা, ধরলা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় অবস্থিত এই পাঁচটি জেলার হাজারো পরিবার। বন্যার কারণে একদিকে যেমন রাস্তাঘাট, বসতভিটা, টিউবওয়েল, ল্যাট্রিন, গবাদিপ্রাণির ক্ষতি হয়, পাশাপাশি কৃষকদের জীবন জীবিকায়নের অবলম্বন মাঠ ফসলও ক্ষতিগ্রস্ত হয় ব্যাপকভাবে; কৃষকরা হয়ে যায় নিঃস্ব ও অসহায়। সহায়-সম্বলহীনভাবে প্রতিনিয়ত প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে বাঁচতে হয় এ মানুষগুলোর।

প্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে বিকল্প হিসেবে বন্যাসহনশীল ফসল চাষের মাধ্যমে বন্যাকবলিত এ জেলাগুলোর ১০,০০০ কৃষক আজ বন্যার ক্ষতি মোকাবেলায় সক্ষম। যে জমিতে বন্যার পানির কারণে বছরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি সময় ধরে কোনো ফসল ফলানো সম্ভব ছিলো না, সেখানে বন্যাসহনশীল জাতের ব্রি-ধান ৫১ ও ব্রি-ধান ৫২ এবং বারি গম ২৬ ও ৩০ চাষের মাধ্যমে কৃষকরা সারা বছরই ফসল চাষ করছে। আর এটি সম্ভব হয়েছে Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood) প্রকল্পের মাধ্যমে।

ECCCP-Flood-এর সহায়তায় কৃষকদের মাঝে বন্যাসহনশীল জাতের ধান ও গম উৎপাদনের প্রশিক্ষণ, বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উৎপাদিত জাতের ফসলের ফলনও আশাব্যঞ্জক। কৃষকগণ গতানুগতিক জাতের চেয়ে বন্যায় প্লাবিত হওয়ার পরেও বন্যাসহনশীল জাতে অধিক ফলন পেয়েছে। চলতি বছরে ব্রি-ধান ৫১ ও ব্রি-ধান ৫২ চাষ করে বিঘা প্রতি ১৮-২০ মণ এবং বারি গম ২৬ ও ৩০ চাষ করে বিঘা প্রতি ১৪-১৮ মণ পর্যন্ত ফলন পাচ্ছেন। প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে বন্যাপ্রবণ এলাকার কৃষকগণের মাঝে সারা বছর ফসল উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে এবং সুখী-সমৃদ্ধ জীবনযাপনের সুবাতাস বইছে।

৬০ লক্ষেরও বেশি মানুষকে নিয়মিত সেবা দিচ্ছে ‘সমৃদ্ধি’

‘সমৃদ্ধি’ কর্মসূচি বর্তমানে দেশের ৬২টি জেলার ১৬২টি উপজেলার ১৯৮টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় পিকেএসএফ-এর ১১১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১৩.৩৬ লক্ষ খানার প্রায় ৬০.৩০ লক্ষ সদস্যকে সেবা প্রদানে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি, শিক্ষা সহায়তা, পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সমৃদ্ধি ঋণ, উন্নয়নে যুব সমাজ, বিশেষ সঞ্চয়, উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন, সমৃদ্ধ বাড়ি ইত্যাদি।

জাতীয় যুব দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে র‍্যালি ও আলোচনা সভা: ‘প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ’ প্রতিপাদ্যে ১ নভেম্বর ২০২২ তারিখে দেশব্যাপী পালিত হয় জাতীয় যুব দিবস। সমৃদ্ধি কর্মসূচির ‘উন্নয়নে যুব সমাজ’ কার্যক্রমের আওতায় ১৯৮টি সমৃদ্ধি ইউনিয়নে দিবসটি উপলক্ষ্যে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

‘স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো’ শীর্ষক ভিডিওভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: সমৃদ্ধি কর্মসূচির 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমের আওতায় নির্মিত ‘স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো’ শীর্ষক একটি ভিডিওভিত্তিক প্রশিক্ষণ মডিউলের মাধ্যমে দেশব্যাপী ১৯৮টি ইউনিয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ১৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখে শুরু হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ৭৯২টি ব্যাচের মাধ্যমে ১৯,৮০০ জন যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবরা উদ্যোগ উন্নয়ন এবং নিজেদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে বিকশিত করার লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা পাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন

‘সমৃদ্ধি’ কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহসহ অতিরিক্ত আরও ১৪টি ইউনিয়নে অর্থাৎ মোট ২১২টি ইউনিয়নে মোট ৪.০৫ লক্ষ প্রবীণকে নিয়ে ‘প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি’ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের বিভিন্ন রকম ভাতা সুবিধা, জীবন-সহায়ক উপকরণ, ও চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া, প্রবীণদের সামাজিক স্বীকৃতি প্রদান, অসচ্ছল পরিবারের মৃত প্রবীণ ব্যক্তির সৎকার ভাতা প্রদানের পাশাপাশি তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশে বিভিন্ন চিত্তবিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। বর্তমানে ১০১টি সহযোগী সংস্থা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির আওতায় দেশব্যাপী ২০১টি ইউনিয়নের ২০১ জন প্রবীণ সদস্যকে একটি করে টি স্টল (প্রবীণ সোনালি উদ্যোগ) নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এ সকল প্রবীণ সদস্যের মাঝে ১২ জন নারী প্রবীণ সদস্য রয়েছেন।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে ০৩ অক্টোবর ২০২২ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর প্রবীণ কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের প্রবীণ সদস্যদের অংশগ্রহণে একটি ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের প্রতিপাদ্য ‘পরিবর্তিত বিশ্বে প্রবীণ ব্যক্তির সহনশীলতা’কে ধারণ করে আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ওয়েবিনারটি সঞ্চালনা করেন। সভায় পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সদস্যবৃন্দ, প্রবীণ কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের ২১২ জন প্রবীণ প্রতিনিধিসহ প্রায় ৫৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন

উৎসবমুখর পরিবেশে শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন করেছে পিকেএসএফ। দিবসটি উপলক্ষ্যে ১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখ সকালে পিকেএসএফ ভবনে স্থাপিত শেখ রাসেল-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় পিকেএসএফ-এর সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়নে কাজ করছে ১৩ হাজার ক্লাব

কৈশোর কর্মসূচির আওতায় বিগত ২৬-২৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়নের জন্য প্রণীত 'কিশোর-কিশোরী ক্ষমতায়ন প্রমিতমান পাঠসামগ্রী' বিষয়ক প্রশিক্ষণে পিকেএসএফ-এর ১৫ জন এবং সহযোগী সংস্থার ২০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক UNICEF–এর সহযোগিতায় 'কিশোর-কিশোরী ক্ষমতায়নে প্রমিতমান পাঠসামগ্রী (SAEP)' প্রণয়নে নিয়োজিত কারিগরি দল উক্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এই কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও পুনর্বিন্যাস করে ৬৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৫৫টি জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে কর্মসূচির আওতায় ১৪২টি উপজেলায় শতভাগ ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে দুইটি কিশোর ও কিশোরী ক্লাব গঠনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২) ১৩,১১৯টি ক্লাব গঠন করা হয়েছে। ক্লাবসমূহের মাধ্যমে এ যাবৎ প্রায় ২.৪১ লক্ষ কিশোর-কিশোরী সদস্য সংগঠিত হয়েছে। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ সময়কালে কিশোর-কিশোরী ক্লাবসমূহ নিয়মিতভাবে সভা আয়োজন করেছে এবং অভিভাবকগণের অংশগ্রহণে বিভিন্ন বিষয়ে উঠান বৈঠক আয়োজন করেছে।

আবাসন ঋণ: বাড়ি নির্মাণ ও মেরামতে ৪৫৬ কোটি টাকা বিতরণ

পিকেএসএফ নিজস্ব তহবিল হতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে 'আবাসন ঋণ' শীর্ষক কর্মসূচি ২০১৯ সাল হতে বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে কর্মসূচিটি ১৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ২৪টি জেলার ৫১টি উপজেলায় ১১৮টি শাখার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য ৩০ নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৯,১৮৩ জন সদস্যকে সর্বমোট ২১০.৫২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

পিকেএসএফ এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (জাগৃক) ২০ অক্টোবর ২০১৬ সাল থেকে বিশ্বব্যাংক-এর অর্থায়নে লো-ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফ-এর সাতটি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এই প্রকল্পের Shelter Support and Lending কম্পোনেন্ট-এর আওতায় ১৩টি শহরে গৃহ নির্মাণ ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশব্যাপী এ কর্মসূচির সম্প্রসারণে ২,৭০০ কোটি টাকার নতুন প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। এছাড়া, ৩০ নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত পিকেএসএফ ৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১৩টি শহরে নতুন বাড়ি নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও মেরামত বাবদ ১১,৬৮৪ জন ঋণগ্রহীতাকে মোট ২৪৫.৪৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। মাঠ পর্যায়ে ঋণ আদায়ের হার প্রায় ৯৮%। বর্তমানে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পের Final Evaluation কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অক্টোবর ২০২২-এ বিশ্বব্যাংক একই সঙ্গে দুটি কারিগরি মিশন সম্পন্ন করে। মিশন চলাকালীন পিকেএসএফ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে একটি কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় বিশ্বব্যাংক-এর প্রতিনিধিগণ, পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাগণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সাতটি সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় পিকেএসএফ গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং শিখন উপস্থাপন করে। কর্মশালাটি প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রাথমিক ধারণা ও সম্ভাব্য করণীয়-এর ওপর আলোচনার পথ প্রসারিত করে।

দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিতে নিরলস কাজ করছে SEIP প্রকল্প

বেকার ও পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জনশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে ২৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ ও প্রফেসর ডাঃ রুহুল হক পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এন্ড টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (RHPITTC)-এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং RHPITTC-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ডাঃ রুহুল হক, এমপি এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ সময় অন ্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক ও SEIP প্রকল্পের মুখ্য সমন্বয়ক মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল।

চুক্তি অনুযায়ী, পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের আওতায় Electrical Installation & Maintenance এবং Fashion Garments ট্রেডে সাতক্ষীরা অঞ্চলের আগ্রহী প্রার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে, প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোতে দরিদ্র, নারী, উপজাতি এবং পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের অন্তত ৬০ শতাংশের জন্য উপযুক্ত শিল্পে চাকরি নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে RHPITTC। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এর যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত SEIP প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৩৬টি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২৭,৯৭১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে, যাদের ৭১% সংশ্লিষ্ট শিল্পে কর্মরত।

পার্বত্য অঞ্চলের তরুণ-যুবদের কর্মমুখী দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ০৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ ও আনন্দ ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (AVTC)-এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং AVTC-এর নির্বাহী পরিচালক মনিরুজ্জামান মিয়া এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় পিকেএসএফ-এর সাথে বিগত ২১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে RISDA-Bangladesh ও Specialized Geriatric Care Institute (SGCI) দু'টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । পিকেএসএফ-এর পক্ষে ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং RISDA Bangladesh ও Specialized Geriatric Care Institute (SGCI)-এর পক্ষে যথাক্রমে মোঃ হেমায়েত হোসেন, নির্বাহী পরিচালক ও শেলীনা আক্তার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

'স্বাদু পানির ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন কৌশল' শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ-এর 'সমন্বিত কৃষি ইউনিট'-এর মৎস্যখাতের আওতায় মাছ ও অন্যান্য জলজ চাষ সম্পর্কিত বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে মাঠ পর্যায়ে চাষীদের মধ্যে মুক্তা চাষে ব্যাপক আগ্রহ পরিলক্ষিত হওয়ায় ইউনিটভুক্ত মৎস্যখাতের আওতায় বিগত ২০-২১ নভেম্বর ২০২২ তারিখে সহযোগী সংস্থা এবং পিকেএসএফ-এর মোট ২৫ জন কর্মকর্তাকে মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহে 'স্বাদু পানির ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন কৌশল' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার ক্ষেত্র জোরদারকরণের অংশ হিসেবে পিকেএসএফ-এর Sustainable Enterprise Project (SEP) প্রকল্পের অর্থায়নে 'সমন্বিত কৃষি ইউনিট'-এর তত্ত্বাবধানে সহযোগী সংস্থা শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণটি আয়োজন করে।

মুক্তা চাষ প্রশিক্ষক ড. নজরুল ইসলামসহ মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার এবং মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কোটচাঁদপুর-এর কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশিক্ষণে বিভিন্ন বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণের ব্যবহারিক সেশনের অংশ হিসেবে কোটচাঁদপুরে অবস্থিত রাইয়ান জৈব-কৃষি প্রকল্প কর্তৃক পরিচালিত Rayan Pearl Harbour এ হাতে-কলমে মুক্তা উৎপাদন কৌশল ও

চাষ প্রযুক্তি শেখানো হয়। প্রশিক্ষণ পরবর্তীকালে 'সমন্বিত কৃষি ইউনিট'-এর মৎস্য খাতের আওতায় নির্বাচিত কিছু সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পুকুরে সমন্বিতভাবে মাছ ও মুক্তা চাষ প্রদর্শনী পাইলটিং আকারে বাস্তবায়নের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। মাছ চাষের পুকুরে ৭-৮ মাসে প্রতিটি ঝিনুক হতে ২টি করে ইমেজ মুক্তা উৎপাদন সম্ভব, যার প্রতিটির বাজারমূল্য কমপক্ষে ১০০ টাকা। ৩৩ শতাংশ আয়তনের একটি পুকুরে এক বছরে মাছের সাথে সমন্বিতভাবে ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন করলে প্রায় ৪২০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

প্রশিক্ষণ

'নির্বাহী নেতৃত্ব উন্নয়ন' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রণকারীদের সাথে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের প্রশিক্ষণ: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ সময়ে দেশের বাইরে পিকেএসএফ-এর ২২ জন কর্মকর্তা United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), International Fund for Agricultural Development (IFAD), Danish International Development Agency (DANIDA) এবং Asian Institute of Technology (AIT) আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ ও এক্সপোজার ভিজিট কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। এ সময়ে পিকেএসএফ-এর মোট ১২৩ জন কর্মকর্তা দেশের অভ্যন্তরে আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

নির্বাহী নেতৃত্ব উন্নয়নে প্রশিক্ষণ: ১৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখে দেশের ২৫টি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার দ্বিতীয় প্রজন্মের কর্মকর্তাদের জন্য 'নির্বাহী নেতৃত্ব উন্নয়ন' প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। সাভারে অবস্থিত ব্র্যাক সিডিএম-এ ৩ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. জসীম উদ্দিন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সহযোগী সংস্থাগুলোর মধ্যে ছিলো পল্লী বিকাশ কেন্দ্র, সিপ, কোস্ট ফাউন্ডেশন, পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, এসডিসি, পিদিম ফাউন্ডেশন, গণ উন্নয়ন কেন্দ্র, আম্বালা ফাউন্ডেশন, ঘাসফুল, সাস-সাভার, মমতা, নতুন জীবন রচি (নজীর), ইউডিপিএস, বাস্তব, জাকস ফাউন্ডেশন, কোডেক, শতফুল বাংলাদেশ, মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি, একেকে, সেতু-কুষ্টিয়া, নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন, আইডিএফ, ভিপিকেএ এবং সমাধান।

আগামী প্রজন্মের কর্মকর্তাদের জন্য ওয়েবিনার: সহযোগী সংস্থার আগামী প্রজন্মের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৫০ জন কর্মকর্তার জন্য ভবিষ্যতে কী ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা যেতে পারে, এ বিষয়ে বিগত ২৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখ সকাল ১১:০০টায় একটি ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এ ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন।

ইন্টার্নশীপ কার্যক্রম: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন শিক্ষার্থী তাদের ইন্টার্নশীপ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন এবং বর্তমানে ১১ জন শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশীপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ব্যাংককে Asian Institute of Technology (AIT) আয়োজিত প্রশিক্ষণে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রম

ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা)

জুলাই-নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ২,৪২৬.৪০ কোটি (টেবিল-২) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৫২,৫২৯.৯১ কোটি (টেবিল-১) টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.৫১ ভাগ। নিচে নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

টেবিল-১ : ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ও ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা)

কর্মসূচি/প্রকল্প মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়) (জুন ২০২২ পর্যন্ত)	ঋণস্থিতি (কোটি টাকায়) (৩০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে)
জাগরণ	১৭৫১৫.৪১	২৫৩১.৭৮
অগ্রসর	৯৭৮২.৫৩	২২৩৮.২০
সুফলন	১১৬৫৫.১১	৪৭২.৬০
বুনিয়াদ	৩৩১৯.৪৫	৪৬৩.৮৫
সাহস	৩৩১৯.৪৫	১৪০.০০
কেজিএফ	১৪৪৩.৪৫	৪৩৩.৯২
সমৃদ্ধি	১৩২৬.২৬	৪৩৩.৯২
এলআরএল	১১০০.০০	৭৫৫.৫৬
লিফট	২৩৯.৩৫	৫৫.৬৯
এসডিএল	৬৯.৮০	১০.৮৬
আবাসন	২১৬.৫০	১৯৬.৪৯
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৪১৯.২৫	৪৪.৫০
মোট (মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ) প্রকল্প	**৪৭০৮৭.১১**	**৭৩৪৩.৪৫**
ইফরাপ	১১২.২৫	১.৩৭
এফএসপি	২৫.৮৮	০.০০
এলআরপি	৮০.৩৮	০.০৬
এমএফএমএসএফপি	৩৬১.৯৬	৯.০৮
এমএফটিএসপি	২৬০.২৩	০.১৭
পিএলডিপি	৫৯.৩৯	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩.০২	৮.৭৫
এলআইসিএইচএসপি	১৭০.৮০	১১৩.১০
অগ্রসর-এমডিপি	১৫৩৯.৬২	৮৬৪.৮৪
অগ্রসর-এসইপি	৭০৯.২০	৩৪০.১২
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৭১০.০৮	৬১২.৭০
মোট (প্রকল্প)	**৪৪৪২.৮০**	**১৯৪৯.৮২**
সর্বমোট	**৫১৫২৯.৯১**	**৯২৯৩.২৭**

টেবিল-২: ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা-ঋণগ্রহীতা)

ঋণ বিতরণ ২০২১-২০২২ অর্থবছর (কোটি টাকায়)

কার্যক্রম/প্রকল্পসমূহ	পিকেএসএফ-সহ. সংস্থা (জুলাই '২২-নভেম্বর'২২)	সহ. সংস্থা-ঋণগ্রহীতা (জুলাই '২১-মার্চ '২২)
জাগরণ	৬৪১.০৬	৩৬৮৮৪.৮৯
অগ্রসর	৯৫৮.০৩	৩১২৬২.৭৬
বুনিয়াদ	১৬২.০৮	১০২০.৮৩
সুফলন	৩৫৫.৫০	৬৬৬৩.৯০
কেজিএফ	১১৯.৮০	৪১৭.৪৬
লিফট	১.৬৩	২১৭.৭১
সমৃদ্ধি	১০২.৬১	৮৪৩.৭৭
এলআরএল	০.০০	৭১৭.৯৫
আবাসন	৭৬.০০	৯৭.২৬
অন্যান্য	৯.৬৯	৬৮৫.৩৪
মোট	**২৪২৬.৪০**	**৭৮৯৫৪.৪৫**

ঋণ বিতরণ (সহযোগী সংস্থা-ঋণগ্রহীতা সদস্য)

২০২১-২০২২ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ৭৮,৯৫৪.৪৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এ সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ৫,৪০,৩৯৩.৩৫ কোটি টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.২৪ ভাগ। জুন ২০২২-এ সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ৫২,৫৮৪.২০ কোটি টাকা। একই সময়ে সদস্য সংখ্যা ১.৭৫ কোটি, যার মধ্যে ৯০.৮৯ শতাংশই নারী।

Component-wise Loan Disbursement : PKSF to POs
FY 2022-23 (Up to Nov.'22) (Crore BDT)

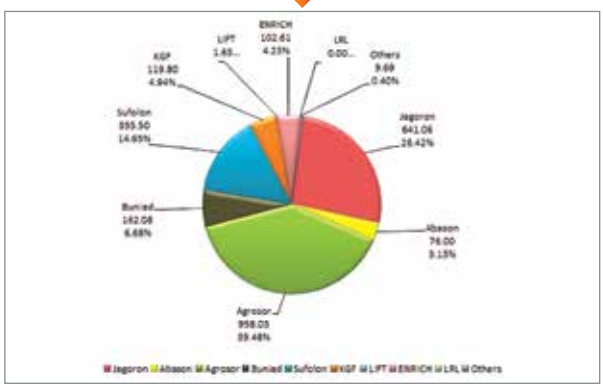

Component-wise Loan Disbursement : POs to Clients
FY 2021-22 (Crore BDT)

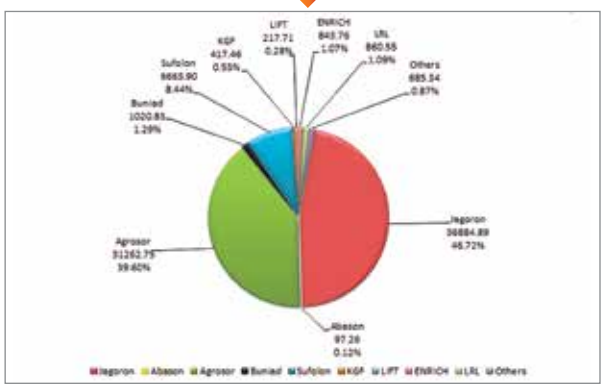

পিকেএসএফ-সংশ্লিষ্ট দুই প্রতিষ্ঠান প্রধানের বেগম রোকেয়া পদক লাভ

নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদানের জন্য 'বেগম রোকেয়া পদক-২০২২'-এ ভূষিত হয়েছেন পিকেএসএফ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট দু'টি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নাসিমা বেগম এবং ফরিদা ইয়াসমিন।

৯ ডিসেম্বর ২০২২ ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক অনুষ্ঠানে মোট পাঁচজন নারীর হাতে সম্মানজনক এ পদক তুলে দেন। পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে অবদানের জন্য এ পদকপ্রাপ্ত নাসিমা বেগম পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের-এর নির্বাহী পরিচালক। অপরদিকে, ফরিদা ইয়াসমিন PKSF-এর SEIP প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট অংশী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন ও গবেষণা সমিতি (DRRA)-এর প্রধান নির্বাহী। তিনি এ পদক পেয়েছেন নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদানের জন্য। তাদের এ সম্মাননা প্রাপ্তি পিকেএসএফ-এর নারীবান্ধব পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উচ্চ পর্যায়ের স্বীকৃতি। পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে তাদের অভিনন্দন।

২০২২ সালের বেগম রোকেয়া পদকপ্রাপ্ত অন্যরা হলেন রহিমা খাতুন, অধ্যাপক কামরুন নাহার বেগম ও আফরোজা পারভীন।

কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বেতন বৈষম্য কমাতে হবে

মাঠ পরিদর্শনকালে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক

কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বেতন বৈষম্য কমাতে হবে এবং ক্ষুদ্র-উদ্যোগসমূহে নারীকর্মীদের মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। ১৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখে বগুড়া জেলার আদমদীঘিতে দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পের আওতায় শাঁওইল ফিনিশিং ও ডিজাইন সেন্টার উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পারভীন মাহমুদ, পরিচালনা পর্ষদ সদস্য, পিকেএসএফ এবং গোলাম তৌহিদ, সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ।

২২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ড. হালদার পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা, নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) এবং এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি) কর্তৃক বাস্তবায়িত শরীয়তপুর জেলার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় তার সাথে ছিলেন পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের সদস্য আকতারী মমতাজ, মাহমুদা বেগম ও উম্মুল হাছনা।

তিনি 'নুসা' কর্তৃক শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার কাজীরহাটে বাস্তবায়নাধীন 'উদ্যোক্তা পর্যায়ে নিরাপদ সবজি উৎপাদন' কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এরপর তিনি নুসা'র প্রধান কার্যালয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ড. হালদার এসডিএস কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, SEP প্রকল্পের আওতায় Metallic Utensils শীর্ষক উপ-প্রকল্প, LICHSP এবং SEIP প্রকল্পের আওতায় চলমান কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং সমন্বিত কৃষি ইউনিট-এর আওতায় কৃষি খামার পরিদর্শন করেন।

বুক পোস্ট

পিকেএসএফ পরিক্রমা

উপদেশক : ড. নমিতা হালদার এনডিসি
ড. তাপস কুমার বিশ্বাস
সম্পাদনা পর্ষদ : সুহাস শংকর চৌধুরী, মাসুম আল জাকী
সাবরীনা সুলতানা